সংবাদ

তারিখ 01 DEC 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কোচিংবাজ শিক্ষক ও নোটবই ব্যবসায়ীদের স্বার্থে শিক্ষা আইনের বাস্তবায়ন স্থগিত

রাকিব উদ্দিন

কোচিংবাজ শিক্ষকদের আন্দোলনের হুমকি, বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নানা আপত্তি এবং নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনৈতিক সমঝোতায় স্থগিত রাখা হয়েছে সমন্বিত শিক্ষা আইন-২০১২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম। মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের পর গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে খসড়া আইনটির ওপর সর্বস্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ শেষে বাকি সব প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের স্বার্থ রক্ষায় আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায়ও তোলা হয়নি এবং পাসের কোচিংবাজ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

কোচিংবাজ : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তোলা হয়নি বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। জানা গেছে, খসড়া আইনটির ওপর শিক্ষাবিদ ও সুধী সমাজ মতামত দিয়েছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩৪টি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯৪টি ও ব্যক্তি পর্যায়ে ১০৬টিসহ মোট ২৩৪টি মতামত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৫টি পূর্ণাঙ্গ মতামত। ও মতামতের ভিত্তিতেই জাতীয় সংসদে এ আইনটি উপস্থাপন করার কথা ছিল। কিন্তু আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এবং নোট-গাইড বই ব্যবসায়ীরা নানাভাবে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে আইনটি মহাসমারোহে সরকারের শেষ সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করা হয়নি।

এ বিষয়ে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীর সংবাদকে জানান, 'সর্বস্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ শেষে আমরা গত সেপ্টেম্বরেই খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করে দিয়েছি। কিন্তু কেন এটি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তোলা হলো না, সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।' শিক্ষা প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা জানান, বিভিন্ন সময়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক চড়া মাশুলপত্র দেখিয়ে সরকার থেকে এমপিও সুবিধা আদায়ে নিয়েছেন, নীতিমালা উপেক্ষা করে চলছেন কোচিং বাণিজ্য এবং বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ নোট-গাইড। কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন না থাকায় অসাধু শিক্ষক ও নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে আদালতে গিয়েও মামলায় হেরে যাচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। এতে বন্ধ হচ্ছে না শিক্ষা প্রশাসনের এমপিও ভুক্তি নিয়ে নৈরাজ্য ও ঘুষপ্রীতি।

নিষিদ্ধ নোট গাইড : খসড়া শিক্ষা আইনের ৫১ ধারায় বলা হয়েছে, গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গাইড বই, নোট বই তৈরি এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও আইনের ৫৮ ধারায় বলা হয়েছে, ভুয়া সনদ, এনটিআরসিএ সনদ, ভ্রান্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার দায়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এবসিটিবির অনুমোদনহীন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবই অনুসরণ করলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। শিক্ষা আইন লঙ্ঘন করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অপরাধ অনুযায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বন্ধের পাশাপাশি দুই লাখ টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা দশ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

কোচিং বাণিজ্য : প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং কার্যক্রম বন্ধে ২০১২ সালে এ-সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু কেউই এই নীতিমালা মানছে না। শিক্ষা আইন না থাকায় সরকার এই নীতিমালা অনুসরণে কাউকে বাধ্যও করতে পারছে না। এ সম্পর্কে শিক্ষা আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, প্রাইভেট টিউশন বা কোচিংয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দারিকৃত নীতিমালা বা পরিপত্র অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ। নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি বা বেসরকারি স্কুল-কলেজের কোন শিক্ষক নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে বা প্রাইভেটে পড়াতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জনকে পড়াতে পারবেন। এই নীতিমালা অমান্য করলে অভিযুক্ত শিক্ষককে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ভোগ করতে হবে।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল : ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো বিদেশি কারিকুলাম পড়াচ্ছে, চলছেও বিদেশি ব্যবস্থাপনায়। এসব প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো ভর্তি ফি ও টিউশন ফি আদায় করছে। বিভিন্ন সময় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও ওঠে। কিন্তু শিক্ষা আইন না থাকায় সরকার এগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। খসড়া শিক্ষা আইনে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ও' লেভেল (অর্ডিনারি) এবং 'এ' লেভেল (অ্যাডভান্সড) পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করতে হবে। উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বেতন ও অন্যান্য ফি সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ হবে। কোন প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটালে তা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বা নিবন্ধন বাতিলসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা নিবন্ধন ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা পরিচালনা করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধানও রাখা হয়েছে খসড়ায়।